১৮

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 31 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩ ......

ভোরের কাগজ
দেশের কম্পিউটার বিষয়ক প্রথম দৈনিক প্রকাশনা
কম্পিউটার কর্নার

কম্পিউটার সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি এ বছরেই

১৯৯৮ সালের আজ শেষ দিন। এই বছরটা বাংলাদেশের কম্পিউটার শিল্পের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল। এই বছরে ঘোষিত বাজেটে কম্পিউটারের উপর থেকে সবধরনের শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পাশাপাশি সরকার তথ্যপ্রযুক্তিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে এটাকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এভাবে সরকার তার রাজস্ব এবং উন্নয়ন তহবিল থেকে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী নিয়েছে আইটি সেক্টরের বিকাশের জন্য।

সরকারের শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কম্পিউটারের দাম বলতে গেলে বিশ্বের সবজায়গার তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো কম্পিউটার কেনার ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে। সাথে সাথে বছরের শেষ ছয় মাসে কম্পিউটার বিক্রি বেড়েছে বহু গুন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এবার বেশ বড় আয়তনের একটি কম্পিউটার মেলা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শেষ করেছে এই ডিসেম্বরে। এই মেলার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কম্পিউটার নিয়ে আরো উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। মেলায় বিক্রিত কম্পিউটার এ যাবত কালের সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌছেছে।

শিশু কিশোরদের মধ্যেও কম্পিউটার নিয়ে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে এই বছর। তারা মূলত ঝুঁকেছে কম্পিউটার গেমসের দিকে। শিশু কিশোরদের কম্পিউটার চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন বয়সীদের জন্য এই বছর বেশ নতুন ধরনের কম্পিউটার এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে মোনার্কের এসডার কী-বোর্ড এবং ম্যাসিভের কমকোয়েস্ট এ্যাডুকেশনাল কম্পিউটার।

ইন্টারনেটের ব্যবহার কম্পিউটারকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছে। তরুন-তরুণীদের মধ্যে এই উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। দেশে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তাদের সেবার মান বাড়েনি, বরং কমেছে। সারা বিশ্বে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের এ্যাপ্লিকেশন প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে। এবারের বড়দিন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড পরিমানে অনলাইনে পণ্য লেনদেন হয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

ইন্টারনেটে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা এবার বিশ্বব্যাপী বেশ সাড়া জাগানো কাজ করেছে। এই বছরই বাংলাদেশী কিছু তরুণ জিতে নিয়েছে ইন্টারনেটের একটি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার শিরোপা। এছাড়া ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের গল্প লেখা এবং সমস্যা সমাধান প্রতিযোগিতায় বেশ ভাল সংখ্যক বাংলাদেশী সাফল্য দেখিয়েছে এই বছরে। ইন্টারনেটে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভাল ফলাফল বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্পকে সম্ভাবনাময় হিসেবে তুলে ধরেছে। এরপর থেকে আমাদের দেশের ভিতরে বেশ কিছু সফটওয়্যার তৈরীর প্রতিযোগিতা হয়েছে যেখানে অনেক তরুণ কম্পিউটার প্রেমী বিপুল উৎসাহ নিয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল।

কম্পিউটারের শুল্ক প্রত্যাহার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে কম্পিউটারায়ণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেট ফোন, ই-মেইল টু ফ্যাক্স এবং ফ্যাক্স টু ফ্যাক্স এই বছরের নতুন ধরনের কম্পিউটার সংক্রান্ত সার্ভিস, যা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সারা বিশ্বে কম্পিউটার এখন সবধরণের কমিউনিকেশন সিস্টেমে বিশাল অগ্রগতি সাধন করেছে। কম্পিউটারের সাহায্যে সারাবিশ্বে টেলিযোগাযোগের খরচ একেবারে নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের দেশের টি এন্ড টি বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে তেমন কোন উন্নত সেবা গ্রাহকদের দিতে পারেনি। শুধু কম্পিউটারাইজড বিলিং ব্যবস্থা গ্রাহকদের কিছুটা স্বস্তি দিলেও মাঝে মাঝে ব্যাপক বিড়ম্বনারও শিকার হচ্ছে গ্রাহক।

এই বছরের কম্পিউটার সম্পর্কিত আরেক ধরনের বড় ঘটনা হল, এই বছরে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বড় মাপের আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। গত জুন মাসে দেশের প্রথম স্বয়ংক্রিয় স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে অটোমেটেড শেয়ার ট্রেডিং শুরু করে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। ভারতের সিএমসির তৈরী চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং সফটওয়্যারটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে উপমহাদেশে অন্যতম। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে এখন সরাসরি ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের সিএসসির বিভিন্ন সদস্যরা অনলাইনে শেয়ার ট্রেডিং করছেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যান্য শহরগুলো থেকেও এই ধরনের সরাসরি শেয়ার ট্রেডিং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে করা যাবে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পাশাপাশি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জও গত আগষ্ট মাস থেকে সম্পুর্ণ কম্পিউটারাইজড শেয়ার ট্রেডিং শুরু করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সফটওয়্যারটি তৈরী করেছে ভারতের টেনডেম। বর্তমানে শুধু ঢাকায় বসে এখানে শেয়ার লেনদেন করা যায়। ভবিষ্যতে ঢাকার বাইরে থেকে লেনদেনের ব্যবস্থা সংযুক্ত হতে পারে।

দুইটি স্টক এক্সচেঞ্জের অটোমেশনের পাশাপাশি আরেকটি আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার হলো বাংলাদেশ রেলওয়ের কম্পিউটারাইজড ওয়াগন কনট্রোলিং সিস্টেম। এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার শুরু হয় এই ডিসেম্বর মাস থেকে এবং এই জাতীয় সফটওয়্যারের ব্যবহার এশিয়াতে বাংলাদেশে প্রথম হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিদেশী সহায়তায় এই সফটওয়্যারটি তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশে সফলভাবে এই সফটওয়্যারটি চালানোর পর এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও এর ব্যাপক ব্যবহার হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারের নতুন প্রযুক্তির কিছু উপস্থাপনা দেখা গেছে এই বছরের মেলায়। এর মধ্যে রয়েছে স্পীচ রিকগনিশন সফটওয়্যার, ওয়্যারলেস কী-বোর্ড এবং মাউস, এলসিডি মনিটর, এমপি-থ্রি গান ইত্যাদি। তবে সারাবিশ্বের মত বাংলাদেশে এমপি-থ্রি গান বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এমপি-থ্রি গানের ফরম্যাটের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর বড় বড় মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি এই বছরের শেষের দিকে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

সার্বিকভাবে এই বছরের শেষ ছয়টি মাসে বাংলাদেশে কম্পিউটার বিষয়ক ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। সফটওয়্যার রপ্তানীর ব্যাপারে সব মহলে ব্যাপক আশার এবং উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। এরই প্রতিফলন ঘটেছিল এবারের কম্পিউটার মেলা এবং মেলা পরবর্তী বিভিন্ন সেমিনারগুলোতে। কেউ প্রবল ভাবে আশান্বিত, আবার কেউ কেউ কিছুটা হতাশ। সব মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সবচেয়ে আশার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের প্রচুর তরুণ কম্পিউটার উৎসাহী রয়েছে। এখন প্রয়োজন বয়োজেষ্ঠ্যদের দায়িত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং সহায়তা।

কম্পিউটার কর্নারও শুরু হয়েছে এ বছরটিতে। কম্পিউটার শিল্পের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সাথে কম্পিউটার কর্নারের আত্মপ্রকাশ এবছরের একটি উল্যেখযোগ্য ঘটনা। কেননা কম্পিউটার বিষয়ক দৈনিক প্রকাশনার মাধ্যমে কম্পিউটার কর্নার দ্রুত পরিবর্তনশীল কম্পিউটার বিশ্বকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস বাংলাদেশে প্রথম নিয়েছে। আপনাদের সকলের সহায়তায় আমরা চলতে চাই আগামী দিনগুলোতে। সবার প্রতি রইলো নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

◆ বিআইএএসএল প্রতিবেদন